যায়যায়দিন

তারিখ ... 2 JUN 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কয়েক মাসের সেশন জট নিয়ে রাবির ক্লাস শুরু

১৫০ দিনের ৮৫ কার্যদিবসে ৩৩ দিন ক্লাস

রাবি প্রতিনিধি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক মাসের সেশন জটের বোঝা নিয়ে ৩২ দিনের গ্রীষ্মকালীন ছুটি শেষে শনিবার থেকে ক্লাস শুরু হয়েছে। চলতি বছরের ১৫০ দিনের ৮৫ কার্যদিবসে মাত্র ৩৩ দিন মধ্যে ক্লাস হয়েছে। বাকি দিনগুলো হরতাল ও ৩২ দিনের গ্রীষ্মকালীন ছুটি ছিল। এর মধ্যে সারাদেশে ও আঞ্চলিকভাবে রাজশাহী বিভাগে ৪৯ দিন হরতাল ছিল। এ কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন, ইন্সটিটিউট ও সব বিভাগ খোলা থাকলেও হরতালের দিনগুলোতে কোনো ক্লাস-পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি।

এপ্রিল মাসের প্রথম ২৪ দিনের ১৬ দিনই হরতাল ছিল। ইসলামী ছাত্রশিবিরের ডাকে ৩ এপ্রিল রাজশাহী বিভাগে, ৭ এপ্রিল জামায়াত-শিবিরের ডাকে রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নাটোর জেলায়, ১৫, ২২, ২৩ ও ২৪ এপ্রিল ছাত্রশিবিরের ডাকে রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় আঞ্চলিকভাবে হরতাল হয়। বিএনপি ২১ এপ্রিল রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের ১৬ জেলায় আঞ্চলিকভাবে হরতাল ডাকে। জাতীয়ভাবে ডাকা ২ এপ্রিল ছাত্রশিবিরের, ৫ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৬ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত প্রগতিশীল সংগঠনগুলো, ৮ এপ্রিল হেফাজতে ইসলাম, ৯ ও ১০ এপ্রিল ১৮ দলের, ১১ এপ্রিল ছাত্রশিবিরের ডাকে হরতাল হয়। এ ছাড়া দলের শীর্ষ নেতাদের মুক্তির দাবিতে ২৩ ও ২৪ এপ্রিল ১৮ দল হরতাল আহ্বান করে।

এপ্রিল মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৯টি বিভাগে বিভিন্ন বর্ষের পরীক্ষা চলছিল। তবে কোনো বিভাগই যথাসময় পরীক্ষা নিতে পারেনি। কোনো কোনো বিভাগ কয়েক মাস আগে পরীক্ষা শুরু করলেও হরতালের কারণে শেষ করতে পারছে না। ফলে পরবর্তী বর্ষের পরীক্ষাও বিভাগগুলো শুরু করতে পারছে না। হরতালে নিয়মিত ক্লাস না হওয়ায় শিক্ষকরা কোর্স শেষ করতে পারছেন না। ফলে সেমিস্টারভিত্তিক বিভাগগুলো পরীক্ষা নিতে পারছে না।

নাহিদ হাসান নামের এক শিক্ষার্থী জানান, ফেব্রুয়ারি থেকে তাদের পরীক্ষা চলছিল। তার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ৩২ দিনের গ্রীষ্মকালীন ছুটি দেয়ায় তা স্থগিত হয়ে যায়। ফলে সময়মতো পরীক্ষা শেষ করা সম্ভব হবে না। রেয়া আক্তার নামে এক শিক্ষার্থী জানান, যেখানে অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে হরতালে ক্লাস ও পরীক্ষা হয় সেখানে রাবি শিক্ষকদের ক্লাস নিতে অনীহা থাকার কথা নয়। তাছাড়া গ্রীষ্মকালীন ছুটি ৩২ দিন ছিল। কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এত দীর্ঘদিন ছুটি দেয়া হয় না। তিনি মনে করেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ঐকান্তিক সহযোগিতা না থাকায় তাদের সেশন জটের কবলে পড়তে হয়েছে। ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি শিপন আহমেদ জানান, হরতালের কারণে ক্লাস হয়নি। এজন্য ওক্তবার ক্লাস গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানানো হয়েছিল। কিন্তু অদ্যাবধি তা হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ-রসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আমীরুল ইসলাম জানান, বছরের ১৫০ দিনের মধ্যে যদি এক মাস ক্লাস হয়, এর চেয়ে বড় ক্ষতি আর কি হতে পারে? সেশনজট কমাতে প্রশাসন গ্রীষ্মকালীন ছুটি বাতিল করতে পারত। কর্তৃপক্ষ তো প্রতি মাসের বেতন উত্তোলন করছে। শিক্ষার্থীদের যে ক্ষতি হচ্ছে তা দেখার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের। তিনি মনে করেন, সেশনজট কমাতে ওক্তবারেও ক্লাস নেয়া যেতে পারে।